পিপিপি এর আওতায় অবকাঠামো বিনির্মান প্রকল্পের তালিকা

1. 200/250 bed Modern Maternal and child Welfare Centre at Divisional level and Dhaka city uttara & Mohakhali.

বাংলাদেশে বর্তমানে মাতৃ-মৃত্যুর হার ১৬৩ (প্রতি লাখে)। নবজাতকের মৃত্যুর হার এবং ৫ বছরের কম/নীচে বয়সের শিশু মৃত্যুহার যথাক্রমে ১৫ ও ২৮ (প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে)। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার ৭০ এর নীচে, নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার যথাক্রমে ১২ এবং ২৫ এ নামিয়ে আনতে হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা জোরদার করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে এফডাব্লিউসি, জেলা পর্যায়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য একটি করে ২০০ শয্যা বিশিস্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান হতে স্বল্পমূল্যে মা নবজাতক ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়। স্বল্প আয়ের মানুষের কাংখিত সেবা প্রদান করে এসকল প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে চালু রয়েছে। কিন্তু ঢাকা শহরের উত্তর পূর্বাঞ্চলে এ ধরণের কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় ঐ অঞ্চলের স্বল্প আয়ের মানুয়ের জন্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উত্তরা-মহাখালী এলাকায় একটি ২৫০ বেডের মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রয়োজন।

- SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এসকল সেবাদান কেন্দ্রে সল্প মূল্যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীসহ মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা যাবে। সেবার বিনিময়ে যে পরিমাণ রাজস্ব আহরিত হবে তা দ্বারা সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকি প্রয়োজন। সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি, ঔষধ প্রাইভেট পার্টনার নিশ্চিত করত: হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

2. Indivisual Training & Research Institute of DGFP officers & staff at Centre and divisional level.

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রায় ৫৬ হাজার জনবল রয়েছে। এ বিশাল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিজস্ব কোন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট না থাকায় তাদের সেবা প্রদানে আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা

সম্ভব হচ্ছে না। তাই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং একাডেমি (সদর ও বিভাগীয় পর্যায়) নির্মাণ প্রয়োজন। এখান থেকে আন্তর্জাতিক মানের স্কীল জনবল তৈরীর জন্য স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। প্রশিক্ষন কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, ক্যারিকুলাম তৈরী, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমী তৈরী এবং পরিচালনায় সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেট পার্টনার দায়িত্ব পালন করবে।

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেনিং-ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এসকল ট্রেনিং-ওয়ার্কশপের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে আবাসন সুবিধাসহ ট্রেনিং সেন্টার প্রয়োজন। সেন্টারসমূহ নির্মাণ এবং অপারেশন পর্যায়ে প্রাইভেট পাটনার থাকবে। ট্রেনিং-ওয়ার্কশপ খাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট বাজেট হতে পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা হবে। অধুনিক সকল সুবিধা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ট্রেইনার প্রাইভেট পার্টনার নিয়োজিত রাখবে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটে চাহিদা মোতাবেক তারা ট্রেনিং-ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে।

(অ: পৃ: দ্র:)

3. Regional Ware house at jhalkuri, Narayongons.

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন কেন্দ্রীয় পণ্যাগারসহ ২২টি আঞ্চলিক পণ্যাগার রয়েছে। এ সকল পণ্যাগার হতে Supply chain management portal এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অনেক সময় Buffer stock maintenance করতে হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর Contraceptive সহ অন্যান্য Logistics এর স্থান সংকুলান না হওয়ায় Jalkuri, Narayongonj এ একটি Regional Ware House নির্মাণ করা যেতে পারে।

4. Staff Quarter for DGFP officials.

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে প্রায় ১০০০ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী আবাসনের প্রয়োজন। যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারী আবাসনে বসবাস করবেন তাঁরা সরকার নির্ধারিত

আবাসন ভাড়া প্রদান করবেন। আবাসন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেট পার্টনার দায়িত্ব পালন করবে।

5. Primary Health Care & Autism Centre.

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সেবা কার্যক্রম বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে ৩৫% জনগণের বসবাস। যা ২০৩০ সালে ৫৪% এবং ২০৪০ ৬৫% হবে। নগরায়নের ফলে এ বিশাল জনগোষ্ঠির পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্ঠি, কৈশোরকালীন যত্ন, ANC, PNC সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী ও সময়ের দাবী। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার অর্জন এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০২১. রুপকল্প ২০৪১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪০-২০৪১ এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ও অটিষ্টিক শিশুদের মূল শ্রুতধারায় আনয়নে অবদান রাখবে। অধুনিক সকল সুবিধা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ট্রেইনার প্রাইভেট পার্টনার নিয়োজিত রাখবে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটে চাহিদা মোতাবেক তারা ট্রেনিং-ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে।

বিষয় : অবকাঠামো বিনির্মান প্রকল্পের তালিকা প্রেরণ।
সূত্র : ৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০০৩.২০২৩-৯৫ তারিখ : ২৩-০৩-২০২৩খ্রি.।

১৭। সূত্রোল্লিখিত স্মারকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)'র আওতায় বিনির্মানযোগ্য ০৫টি অবকাঠামো প্রকল্প চিহ্নিতকরত: প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য Concept Note প্রস্তুত করে ২৯.০৩.২০২৩ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পরিকল্পনা-১শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (পতাকা-ক সদয় দ্রষ্টব্য)। সে আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য Concept Note প্রস্তুত করে সদয় অবলোকনের জন্য নথিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৮। প্রস্তুতকৃত প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য Concept Note মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমাদন প্রযোজন। সদয় অনুমাদনের নিমিত্ত নথি মহাপরিচালক মহোদয় সমীপে উপস্থাপিত।